ভোরের কাগজ

তারিখ ... 25 SEP 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

195

৬৫

সুস্থ ছাত্র রাজনীতির অঙ্গীকার নিয়ে

৯ বাম ছাত্র সংগঠনের জোট কাল আত্মপ্রকাশ করছে

কাগজ প্রতিবেদক : দেশের নয়টি বাম ছাত্র সংগঠনের ঐক্যজোট আগামীকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনের মধ্যদিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করবে বলে জানা গেছে। এর আগে জোটের অঙ্গ সংগঠনগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রক্রিয়ার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য নিয়ে কয়েকদফা বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে ছাত্রলীগ (না-শ) কার্যালয়ে জোটের চূড়ান্ত আলোচনা হয় বলে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে। জোটের অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে ছাত্রলীগ (না-শ), বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রমৈত্রী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ফেডারেশন, গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি ও ছাত্রলীগ (সা-স)।

দেশে সুস্থ ছাত্র রাজনীতির ধারা সৃষ্টির লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই ছাত্রজোট গঠন করা হচ্ছে বলে সংগঠকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়ন, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মূলত এজোট তাদের কর্মসূচি প্রণয়ন করবে। তাদের মতে, গত ৯ বছরে স্বৈরশাসকের আমলে সরকারের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে সন্ত্রাস চলতো এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। স্বৈরাচার হটেছে, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, কিন্তু দু'টি ছাত্র সংগঠন দেশের শিক্ষাঙ্গনকে নতুন চর দখলের মতো লড়াইয়ে উন্মত্ত। আজ সন্ত্রাসের উৎসকে চিহ্নিত করতে হবে। দেশের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশা-মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠনগুলো চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। ছাত্র সমাজের দাবি-দাওয়াও উপেক্ষিত। এ বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে তারা নতুন করে ভাবতে বাধ্য হয়েছেন। যার ফলে এই নয়া জোট গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

জানা গেছে, জোটের ঘোষণাপত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা, সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতা সর্বোপরি সমাজতন্ত্র ও প্রকৃত গণতন্ত্রের আন্দোলন সংগ্রামকে বেগবান করার কথাও বলা হয়েছে। জোটের উদ্যোক্তারা এই ঐক্য প্রক্রিয়াকে সুদূরপ্রসারী ও কার্যকর পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন। জোটের কার্যক্রমকে আরো বিকশিত করে একে পর্যায়ক্রমে জেলা, উপজেলা পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া হবে বলে জানা গেছে।

এদিকে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে জোটের অন্যতম উদ্যোক্তা ছাত্রলীগ (না-শ) সভাপতি নাজমুল হক প্রধান বলেছেন, 'উদ্দেশ্যমূলকভাবে ছাত্র রাজনীতিকে কলুষিত করার অপচেষ্টা চলছে। ছাত্র সমাজের যৌক্তিক দাবি-দাওয়া আজ উপেক্ষিত। আর এ অবস্থায় সুস্থ ছাত্র রাজনীতি গড়ে তোলা ছাড়া বিকল্প নেই। তাই আমরা সমমনা ছাত্র সংগঠনগুলো মিলে এই উদ্যোগ নিয়েছি। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এই সুস্থ ধারার পক্ষে অংশ নেবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেছেন। জোটের অন্যতম নেতা এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নাসির-উদ-দুজা বলেছেন, আমরা অবশ্যই সফল হবো। কারণ, আমরা শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের পক্ষে, আমরা ছাত্রসমাজের দাবি বাস্তবায়নের পক্ষে। তিনি বলেন, সন্ত্রাসকারীরা যতো শক্তিশালী হোক না কেনো, তারা সংখ্যায় নগণ্য। জোটের নেতা এবং বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের নেতা সৈয়দ জাহাঙ্গীর বলেছেন, গোটা দেশ আজ সন্ত্রাসকারীদের হাতে জিম্মি। '৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে জাতি যে সাফল্য অর্জন করেছিলো তার সবটুকুই আজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে।